জামাকন নিউজ

মানবাধিকার সবার জন্য সবখানে সমানভাবে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ | ঢাকা। ১০ আগস্ট ২০১৫ । সংখ্যা ১

www.nhrc.org.bd

জামাকনের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

জামাকনের প্রথম ত্রৈমাসিক নিউজলেটারে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এ সংখ্যায় আমরা মানবাধিকার বিষয়ে জামাকনের সম্প্রতি গৃহিত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, সভা, কর্মশালা ও সেমিনারসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী তুলে ধরবো। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কৌশলগত কার্যক্রম হবে এ নিউজলেটারের মূল বিষয়বস্তু। জামাকন আগস্ট ২০১৫ তে এর স্টেকহোল্ডার ও উন্নয়ন সহযোগী নিয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের কৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকায় এক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। এ সভায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কৌশলপত্র (২০১৬-২০২০) বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সরকারি প্রতিনিধি, এনজিও, একাডেমিক, ভারত ও নেপালের মানবাধিকার কমিশনসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। পরামর্শ সভায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ডেনমার্ক, সুইডেন ও সুইজারলান্ডের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় পাতায় দেখুন-

এ সংখ্যায়:

১। জামাকন চেয়ারম্যানের বক্তব্য
২। মিডিয়ায় জামাকন
৩। মানবাধিকার সুরক্ষায় জামাকনের সাফল্য
৪। পরামর্শ সভার প্রতিবেদন এবং গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ
৫। জামাকন কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে পরামর্শ সভা
৬। জামাকনের অংশীদারিত্বমূলক কাজ

ছিটমহলের প্রহরী

জামাকন গত ১৭ জুলাই ২০১৫ লালমনিরহাট জেলায় পাটগ্রাম উপজেলার ছিটমহলবাসীর মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যায়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত ভূমি সীমানা চুক্তি অনুযায়ী ১ জুলাই ২০১৫ ছিটমহল হস্তান্তরের পূর্বে জামাকন এ পরিদর্শনের আয়োজন করে।

মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

৬ষ্ঠ পাতায়

How long will police overlook the killings?

মিডিয়ায় জামাকন

২য় পাতা

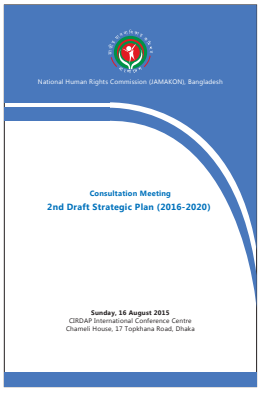

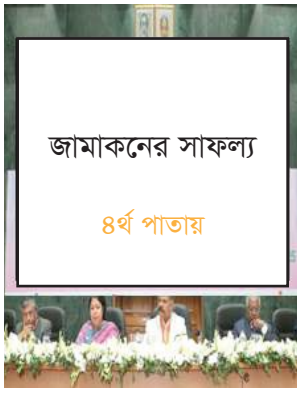

৪র্থ পাতায়

সিলেট কারাগার পরিদর্শন

৫ম পাতা

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে জামাকন নিউজলেটার প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। জামাকনের দ্বিতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের পর পর এ নিউজলেটার প্রকাশ হতে যাচ্ছে। জামাকন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতি প্রান্তিকে এ নিউজলেটার থেকে তথ্য জানা যাবে। দেশে মানবাধিকার বিষয়ে এই প্রথম এক নতুন ধরনের নিউজলেটার প্রকাশিত হচ্ছে।

নিউজলেটার প্রকাশের অন্যতম লক্ষ্য পাঠকদের জামাকনের কার্যক্রম সর্ম্পকে অবহিত করা। এমনকি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বমূলক কাজ রয়েছে- যেমন, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, তৃণমূল এনজিও, সিভিল সোসাইটি সংগঠন, জেন্ডার জাস্টিস গ্রুপ, আইনজীবী ও নীতি নির্ধারকসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বাড়ানো। জামাকন আশা করে এ নিউজলেটার, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় আমাদের যে কার্যক্রম তা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবে। যারা জামাকনের কার্যক্রম ও আগামী দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চান তারা এর মাধ্যমে তা জানতে পারবেন। আমাদের কাজ ও অব্যাহত প্রচেষ্টাগুলো পাঠকদের জানাতে চাই। এ নিউজলেটারের মাধ্যমে জামাকন মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর একটি তথ্য আর্কাইভ গড়ে তুলতে চাই, যা অনেকের কাজে লাগতে পারে। নিউজলেটারটি জামাকন ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে, ই-মেইলের মাধ্যমে অন্যদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হবে এবং জামাকনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা বিতরণ করা হবে। নিউজলেটারটি নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাটি অব্যাহত রাখতে চাই। জামাকন নিউজলেটার প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
(জামাকন), বাংলাদেশ

মিডিয়ায় জামাকন

"ছিটমহলবাসীদের জন্য প্রয়োজন হবে বিশেষ বরাদ্দের যা তাদের ৬৮ বছর পর উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করবে"

- অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাঁশকাটা ছিটমহল পরিদর্শনর শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে

"আর কতদিন আমাদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘুমিয়ে থাকবে? আর কতদিন তারা দেখবে একজনের পর একজন ব্লগারকে হত্যা করবে"

- অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

"প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের"

- অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ৯ আগস্ট দ্য ডেইলি স্টারকে ব্লগার নিলাদ্রি নিলয় হত্যা প্রসঙ্গে

জামাকনের কৌশল পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ সভা; আগস্ট ১৬, ২০১৫

দিনব্যাপী এ পরামর্শ সভা থেকে জামাকন আগামী ৫ বছরে কিভাবে তার কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করবে সে বিষয়ে বেশকিছু সুপারিশ ওঠে আসে। সভার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

উদ্বোধনী পর্ব:

স্বাগত বক্তব্যে জামাকনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক জামাকন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও মানবাধিকার ও আইনের শাসন রক্ষায় জামাকনের দায়িত্ব তুলে ধরেন। তিনি গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের অর্জনগুলো উল্লেখ করেন। এরমধ্যে অন্যতম হলো শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দারিদ্রসীমার নিচে জনসংখ্যা কমিয়ে আনা। নেপালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বিচারপতি প্রকাশ চন্দ্র শর্মা অস্থি ও ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শ্রী দারমা মুরুগেসানও উদ্বোধনী পর্বে বক্তৃতা করেন। তাঁরা কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন ও গৃহীত নীতি ও মানবাধিকার সুরক্ষায় গৃহীত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষায় জামাকন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার প্রতিটি ব্যক্তি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সমঅধিকার নিশ্চিত করা এবং সৌহাদ্যপূর্ণভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, শাহরিয়ার আলম আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জামাকন - সরকার, ইউএনডিপি, ও অন্যান্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনগুলোর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষায় সমঅধিকার ও নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। তবে নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ করতে আইনের যথাযথ প্রয়োগে অনেক বাধা রয়ে গেছে। জামাকনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, অংশগ্রহণ ও আলাপ-আলোচনা গণতন্ত্রের মর্মবাণী । জামাকনের কৌশল প্রণয়নের পূর্বে এ ধরনের মতবিনিময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত করবে।

প্ল্যানারি ও কর্মঅধিবেশন:

জামাকনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান প্ল্যানারি সেশনে খসড়া কৌশলপত্রের ওপর উপস্থাপনা তুলে ধরেন। বিভিন্ন অংশীজন এ উপস্থাপনার ওপর মতামত তুলে ধরেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী । তিনি উল্লেখ করেন, জনবলের স্বল্পতা মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম সমস্যা। তিনি জামাকনকে সুনির্দিষ্টভাবে জনবল চেয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বিশেষতঃ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষে প্রশিক্ষণ আয়োজনে।

বিকেলে চারটি কর্মঅধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।এগুলোর বিষয়বস্তু ছিল - নারী ও শিশু অধিকার; ধর্মীয় ও আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। প্রতিটি পর্বই ছিল অংশগ্রহণমূলক। এসব কর্মঅধিবেশন থেকে জামাকনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ ওঠে আসে। এসব আলোচনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান সুপারিশসমূহ ৫ পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হলো।

সমাপনী পর্ব:

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলেন, সরকার সম্প্রতি আইসিসিপিআর প্রতিবেদন পেশ করার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষায় তার অঙ্গীকারের নমুনা রেখেছে। তিনি উল্লেখ করেন, সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সাম্য, সমতা ও বৈষম্য নিরোধকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশাররফ হোসেন ভূইঞা বলেন, সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ্য করা হয়েছে এবং রাষ্ট্র মানবাধিকার সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি মতামত তুলে ধরেন যে, জামাকন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরির মাধ্যমে কাজ করতে পারে। জামাকনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান উল্লেখ করেন, কমিশন একাই কাজ করতে চায় তবে বিভিন্ন অংশীজন, প্রাইভেট সেক্টর ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অংশীদারিত্বের যে প্রস্তাব এসেছে আমরা তাকে স্বাগত জানাই। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব মো: আমজাদ হোসেন খান সভায় অংশগ্রহণ ও মতামতের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

আমাদের মানবাধিকার বিষয়ক কর্মসূচি

প্রথম পরিদর্শন- ছিটমহলের জন্য নতুন আশাবাদ

প্রথম পাতার পর

ভূমি সীমানা চুক্তি অনুযায়ী ৩১ জুলাই ২০১৫-এ মধ্যরাতের পরে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৪৭ সাল থেকে চলে আসা অমীমাংসিত ছিটমহল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ছিটমহলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে বিনিময় শুরু হয়। এ ছিটমহলসমূহ হস্তান্তরের পূর্বে এর মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য জামাকন গত ১৭ জুলাই ২০১৫ এক পরিদর্শনের আয়োজন করে। সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটিই জামাকনের প্রথম ছিটমহল পরিদর্শন। কোন নাগরিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ছাড়াই ছিটমহলে অধিবাসীরা এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। তারা কোন দেশেই বৈধ নাগরিক নন।

এ অনুসন্ধানে মানবাধিকার ইস্যুটিকেই কেবল বিবেচনা করা হয়নি বরং এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং এখানকার অধিবাসীদের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা। একই সঙ্গে নিকটস্থ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরোধ করা হয় যেন তারা এসব অধিবাসীদের নাগরিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্ববান হন এবং অতিদ্রুত সরকারি সেবাসমূহ প্রদান করেন।

জামাকন সরকারের নিকট নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরে:

১. সবার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট নিশ্চিত করতে হবে;
২. সামাজিক সেবার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা (যেমন - চাকরির ক্ষেত্রে কোটা);

৩. স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল ও স্কুল গড়ে তুলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা;
৪. জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করা এবং স্থায়ী জমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা বিষয়গুলো দেখতে হবে।

এ অনুসন্ধানের ফলে জামাকন উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে যা একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও ফলো-আপ কর্মসূচি নির্ধারণে সহায়তা করবে এবং তা ছিটমহলবাসীর জন্য নতুন আশার আলো হতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টে জামাকনের প্রথম মামলা

জামাকনের সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়েরের আইনি ক্ষমতা রয়েছে। তানভীর রহমানের গ্রেফতারের বৈধতা (সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলা) চ্যালেঞ্জ করে জামাকন সুপ্রিম কোর্টে রিট দায়ের করে।

তানভীর ২০১২ সালের ১ অক্টোবর গ্রেফতার হন। তাকে কাশিমপুর জেলে রাখা হয়। জামাকন হাইকোর্টে তার নির্বতনমূলক আটকের বিরুদ্ধে করে রিট দায়ের করে এবং উল্লেখ করে যে তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিনা বিচারে তিনি ২১ মাস ধরে কারাগারে আছেন।

বিচার পাওয়া তার মানবাধিকার এতদসত্ত্বেও তাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। নিম্ন আদালতে তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর হওয়ায় জামাকনের অবৈতনিক সদস্য যিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফওজিয়া করিম ফিরোজ হাইকোর্টের বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দারের বেঞ্চে রিট আবেদনটি দায়ের করেন। জামাকনের এ প্রচেষ্টায় বিনা বিচারে দু'বছর আটক থাকার পর তানভীর রহমান চূড়ান্তভাবে মুক্তি পায়।

জামাকনের দ্বিতীয় কৌশল প্রণয়ন বিষয়ক পরামর্শ সভা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ:

১. মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর একটি জাতীয় তথ্যব্যাংক গড়ে তোলা যা অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া উন্নতকরণে সহায়ত করবে;

২. দ্বিতীয় কৌশলপত্রে বাক স্বাধীনতার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত;

৩. নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির সম্পদের ওপর সনাতনী কমিউনিটিভিত্তিক মালিকানা স্বীকৃতি দেওয়া উচিত;

৪. অংশীদারিত্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার;

৫. শিশুদের ওপর দেশব্যাপী যে নির্যাতন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে;

৬. মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলোর ওপর গবেষণা করা এবং সেগুলো সংশোধনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;

৭. বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা;

৮. মানবাধিকার বিষয়ে ইন্টার্নশীপ প্রদান;

৯. পুলিশ আইন সংশোধনের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা;

১০. জেলখানায় বন্দীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে ও হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু নিবারণে একটি নির্দেশনা প্রদান;

১১. প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষায় অ্যাডভোকেসি পরিচালনা ।

জামাকনের সিলেট কারাগার ও সামিউল রাজনের বাড়ি পরিদর্শন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সিলেটের খাসিয়া কমিউনিটির মানবাধিকার পরিস্থিতি ও কারাগারের মানবাধিকার অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য গত ৫ আগস্ট ২০১৫ পরিদর্শনে যান। প্রতিনিধি দল সম্প্রতি নিহত সামিউল আলম রাজনের বাড়ি পরিদর্শন করেন।

জামাকন জানতে পারে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ৭২ আদিবাসী খাসিয়া পরিবার তাদের পূর্বপুরুষের জমি এবং জীবিকা হারাতে বসেছে। যেখানে তারা পান পাতা চাষ করে, সেই সব এলাকায় ঝিমাই চা বাগানের মালিকপক্ষ ২১০০ গাছ কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাসিয়া পল্লীর লোকদের প্রধান পেশা পান চাষ।

এ সমস্যা সমাধানের লক্ষে খাসিয়া সম্প্রদায়, স্থানীয় সরকার এবং চা বাগানের মালিকপক্ষ ইতিমধ্যে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। এ ছাড়া জামাকন সিলেট কারাগারের মানবাধিকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেন।

গত জুলাই মাসে সিলেটে ১৩ বছরের শিশু রাজনকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় । জামাকন সিলেটে সামিউল আলম রাজনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে। পরিদর্শন শেষে জামাকনের চেয়ারম্যান বলেন, যে অভিযুক্ত পুলিশ আসামীদের দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

পরবর্তীতে খাসিয়া পল্লীর মানবাধিকার পরিস্থিতি ফলোআপ করা হবে। একইসঙ্গে কারগার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে। কারাগার পরিদর্শন জামাকনের আইনগত এখতিয়ার।

জামাকনের আগামী দিনের কর্মসূচি

সেপ্টেম্বর ১২, ২০১৫	কর্মশালা: প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার: আমাদের করণীয়	সিরডাপ, চামেলি হাউস, ১৭ তোপখানা রোড
অক্টোবর ৬-১০, ২০১৫	মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ	মেরিডা, মেক্সিকো

২০১৫ সালে জামাকন আয়োজিত সম্মেলন ও কর্মশালা

কর্মশালা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে জামাকনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.nhrc.org.bd

কর্মশালা বৈষম্য নিরোধ আইন: মানবাধিকার সুরক্ষায় একটি দৃঢ় পদক্ষেপ, এপ্রিল ২০১৫

জামাকন বৈষম্য রোধ ও সুবিধাবঞ্চিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। বৈষম্য নিরোধ আইনের রূপরেখা ও খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে জামাকন, আইন কমিশন ও অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এ খসড়ার উপর বিভিন্ন অংশীজনদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। কর্মশালা থেকে আসা সুপারিশ সন্নিবেশ করে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে; খসড়া আইন পর্যালোচনাধীন রয়েছে। সম্প্রতি আইন মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, আইনটি এ বছরের মধ্যেই পাস করা হবে।

সেমিনার মানবপাচার প্রতিরোধ ও পাচারের শিকার ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ গত ১৬ মে শনিবার মানবপাচার প্রতিরোধ ও পাচারশিকার ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করে। এ সেমিনারে মানবপাচার প্রতিরোধ ও পাচারশিকার ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশীজনদের ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়। থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে মানব পাচারের ভয়াবহ ঘটনাসমূহ প্রকাশকালে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সূচনা বক্তব্য, জামাকনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও কমিশনের শিশু ও শিশুশ্রম ও মানবপাচার বিষয়ক কমিটি ও অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি কাজী রিয়াজুল হক মানবপাচারের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে পাচার হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার ও পুর্নবাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসেন ভূইঞা বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার বাংলাদেশ থেকে মানবপাচারের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রর্ত্যাবাসন নিশ্চিত করা স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ; কিন্তু তাদের একার পক্ষে এ জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের যে কমিটিগুলো রয়েছে তাদের আরও শক্তিশালী করতে হবে। আইনশৃংখলা বাহিনীকে মানবপাচার রোধে আরও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক । তিনি বলেন, সকল সরকারি সংস্থাসমূহকে মানবপাচার প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পাচারের শিকার ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আজকের আলোচনা থেকে যেসব সুপারিশ ওঠে আসবে তা সরকারের নিকট পেশ করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলেন, দুদলে বিভক্ত হয়ে সরকারি কর্মকর্তারা পাচারের শিকার ব্যক্তিদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে। অন্যান্যদের মধ্যে সভায় বক্তৃতা করেন আইন মন্ত্রণালয়ের আইন, সংসদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব নাসরিন বেগম, নিজেরা করির সমন্বয়ক খুশি কবীর, আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার চীফ অব মিশন সরৎ দাশ।

আলোচনার শুরুতেই কর্মঅধিবশেনে বিশেষজ্ঞ বক্তারা তাদের মানবপাচার প্রতিরোধ ও প্রত্যাবর্তনে তাদের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন। বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশের অপারেশন ডিরেক্টর কর্ণেল তওহীদ বলেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সরকার মানবপাচার, চাকরির মিথ্যা আশ্বাস একে ঘিরে যে অপরাধী নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠেছে সেই বিষয়ে থাইল্যান্ড ও মায়ানমার, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উপ-পরিচালক কমোডর সাঈদ মানবপাচার রোধ করার জন্য মায়ানমার সরকারের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা অত্যন্ত জরুরি। সুপারিশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: মানবপাচার প্রতিরোধ ও পাচারশিকার ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে বিদ্যামন আইন যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; মায়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা জোরদার করতে হবে; সাগরে নৌ বাহীনির প্রহরা বাড়াতে হবে; মোবাইল কোর্টের তৎপরতা বাড়াতে হবে; বর্ডারে মোবাইল ব্যাংকিং বন্ধ করতে হবে; দেশের বাইরে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোতে হেল্প ডেস্ক বসাতে হবে; পারস্পরিক সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বৈধ অভিবাসন অনেক সুবিধা দিতে পারে; অবৈধ অভিবাসন বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে; জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে।

সেমিনার বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ চিত্র: আইনী সংস্কার, ১১ জুন ২০১৫

গত ১১ জুন ২০১৫ জামাকন আয়োজিত সেমিনারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, আমরা একটি বার্তা পরিস্কার করতে চাই যে, ১৮ বছরের আগের কোনো কন্যাশিশুর বিয়ে নয়। এ বিষয়ে কোনো বিচ্যুতি হলে জামাকন তা গ্রহণ করবে না। তিনি উল্লেখ করেন, যেসব দেশে কন্যাশিশু বিয়ের হার বেশি বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। এ কর্মশালায় সরকারি কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও প্রতিনিধি, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি ও আইনজীবীগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ আইনটি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করার জন্য আহবান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গণমাধ্যম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমা বেগম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোরী ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন। মূল প্রবন্ধে মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক বাল্যবিবাহের সঙ্গে দারিদ্রতা, অসচেতনতা, জন্ম নিবন্ধন না থাকা, দূর্বল আইনী সংস্কার ও শাস্তির বিধান না থাকার বিষয়টিকে চিহ্নিত করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও সেভ দ্য চিল্ড্রেন সরকারকে অনুরোধ করেন কন্যাশিশুর বিয়ের বয়স যেন ১৮ বছরের নিচে না করা হয়। চন্দন গোমেজ বাল্যবিবাহ রোধে ওয়ার্ড ভিশনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও কমিউনিটি লিডারদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। জামাকনের সম্মানিত সদস্য সেলিনা হোসেন বলেন, রুয়ান্ডায় ছেলে-মেয়ে উভয়ের বিয়ের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সটি বিবেচনায় নেওয়া উচিত। অন্যান্য যেসব সুপারিশ তুলে ধরা হয় সেগুলো হলো:

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নতুন আইনটি কালবিলম্ব না করে অতিদ্রুত প্রণীত হওয়া উচিত; বাল্যবিবাহ রোধে দারিদ্র বিমোচন করতে হবে; সামাজিক নিরাপত্তা ও কন্যা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে; সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার চালাতে হবে বিশেষ করে অভিভাবকদের; অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে বয়স কমানোর উপায় বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশ অবিশ্বাস্যভাবে সামাজিক সূচক পরিবর্তনে সক্ষমতা প্রমাণ করেছে; যদিও বাল্যবিবাহ এখন এক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে থেকে গেছে। এটি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক, যা দূর করতে হবে।

সেমিনার নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু প্রতিরোধ, ১৬ জুন ২০১৫

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার। এ সেমিনার আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল সরকার ২০১৩ সালে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু প্রতিরোধে যে আইন প্রণয়ন করেছে সেখানে যেসব জায়গায় অস্পষ্টতা ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এমনকি যা ১৯৮৪ সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক সনদ নির্যাতন, অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির সাথে সাংঘর্ষিক তা চিহ্নিত করা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল আলিম ''নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইন ২০১৩: একটি বিশ্লেষণ'' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি নিরাপদ হেফাজতে মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নির্যাতনের ধারণা, মিথ্যা স্বীকারোক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ে তথ্য তুলে ধরেন। তিনি নির্যাতন ও নিরাপদ হেফাজতে মৃত্যু, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংক্ষুব্ধ পক্ষ, স্বাক্ষীর সুরক্ষা, নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত ও হেফাজতে মৃত্যু বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। একইসাথে বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরেন।

সেমিনারে সরকারী প্রতিনিধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নারীপক্ষ, ব্ল্যাস্ট, একাডেমিক, আইনজীবী ও শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, কমিশনে যেসব অভিযোগ তার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই ৭০ ভাগের মধ্যে অর্ধেক হলো নির্যাতন সংক্রান্ত। কমিশন এসব অভিযোগ তদন্ত করছে এবং সুপারিশসমূহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পেশ করছে। এ সভায় আইন শৃঙ্খলা বাহীনির কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

জামাকন পার্টনার প্রোফাইল: নাগরিক উদ্যোগ

নাগরিক উদ্যোগ(এনইউ) অন্যতম মানবাধিকার বিষয়ক একটি সংগঠন যার স্বপ্ন দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠন যেখানে সকল নাগরিক জেন্ডার, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং অধিকার উপভোগ করবে। নাগরিক উদ্যোগ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কাজ করছে যার মাধ্যমে জনগণ অধিকার, বিচার ব্যবস্থা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের করতে পারে। ১৯৯৫ সাল থেকে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

নাগরিক উদ্যোগের কাজের অন্যতম ক্ষেত্র হলো মানবাধিকার শিক্ষা, মধ্যস্থতা, আইনী সহায়তার মাধ্যমে ন্যায় বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া। নাগরিক উদ্যোগ তৃণমূল পর্যায়ে, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠান বিশেষত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করে। নাগরিক উদ্যোগ বিশ্বাস করে অধিকার সচেতনতার অভাব জেন্ডার অসমতার শেকড়ের কারণ যা নারী বান্ধব বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অন্তরায়। তাই নাগরিক উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সালিশে ও তৃণমূল পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী অংশগ্রহণ বাড়াতে চায়। নাগরিক উদ্যোগ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের বিশেষত পোশাক কারখানার কর্মীদের শিশু সন্তান, পথশিশু, টোকাই শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টিকে কৌশলগতভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এছাড়া নাগরিক উদ্যোগ শ্রমিক অধিকার, খাদ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি, নেটওয়াকিং ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছে।

দলিত ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার জন্য নাগরিক উদ্যোগ বর্ণভিত্তিক যে বৈষম্য তা দূর করতে কাজ করছে। দলিত নেতৃত্ব তৈরির জন্য নাগরিক উদ্যোগ বাংলাদেশ দলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) নামে দলিতদের একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলেন। নাগরিক উদ্যোগ অধিকারভিত্তিক এনজিও যেগুলোর নেতৃত্বে রয়েছে নারী দলিত তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

নাগরিক উদ্যোগের মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে কাজের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। কৌশলগতভাবে নাগরিক উদ্যোগ দরিদ্র ও নারীদের জন্য বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে মধ্যস্থতা, আইনী সহায়তা ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে কাজ করছে। অধিকন্তু দলিত, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য কাজ করছে। অধিকন্তু সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের বিশেষত পোশাক কারখানার কর্মীদের শিশু সন্তান, পথশিশু, টোকাই শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টিকে কৌশলগতভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এছাড়া, নাগরিক উদ্যোগ শ্রমিক অধিকার, খাদ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি, নেটওয়াকিং ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করে আসছে। আইন কমিশন, জামাকন ও আরো কিছু সুশিল সমাজের প্রতিষ্ঠান যেখানে নাগরিক উদ্যোগ বৈষম্য নিরোধ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খসড়া আইনটি ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে। নাগরিক উদ্যোগ জামাকনের দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখে এবং এ সকল জনগোষ্ঠীর অধিকার লংঘনের বিষয়টি কমিটির দৃষ্টিতে আনেন। আগস্ট ৬, ২০১৫ নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত অচ্যুত দলিত সম্প্রদায়ের মানবাধিকার: রাষ্ট্র ও সমাজের করণীয় শীর্ষক সেমিনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নাগরিক উদ্যোগ জামাকনের শিশু, শিশুশ্রম ও মানব পাচার বিষয়ক কমিটিগুলোর সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ
গুলফেঁশা প্লাজা (১১ তলা) ৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
ওয়েবসাইট: www.nhrc.org.bd

পরবর্তী সংখ্যার বিষয়বস্তু
নারী ও মানবাধিকার